Islami Ain O Bichar
Vol. 15, Issue: 58
April-June, 2019

সন্তানের নামকরণের ইসলামী বিধান ও এর গুরুত্ব: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

Directives of Islam in Naming Child and it's Significance Perspective of Bangladesh

Quazi Farjana Afrin*

ABSTRACT

Every child has the inherent right to have an appropriate name. It is essentially the religious and moral responsibility of parents to name their children properly. Despite having rich Islamic cultural heritage Bangladeshi Muslims, to a certain extent, follow other alien cultures to name their children. Pedantically considering this milieu this research paper elucidates the significance of naming new born child in Islam and the real landscape of Bangladesh in this regard. This article substantially demonstrates that Islam has enumerated detailed guidelines regarding naming of child. But those guidelines are not appositely followed in naming a good number of children in Bangladesh. Lamenting on this the author urges for more awareness of parents and guardians in naming children.

Keywords: child rights; naming, parenting; Bangladesh; muslim culture.

সারসংক্ষেপ

একটি সুন্দর নামে ভূষিত হওয়া প্রতিটি শিশুরই জন্মগত অধিকার। সন্তানের সুন্দর নামকরণ পিতামাতার ধর্মীয় ও নৈতিক দায়িত্ব। বাঙালি মুসলমান এই জাতিকে বিশ্বের তৃতীয় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের আসনে বসিয়েছে। তাদের শক্তিশালী ইসলামী সংস্কৃতির পটভূমি থাকা সত্ত্বেও সন্তানের নামকরণের ক্ষেত্রে তারা অন্যান্য ক্ষতিকর সংস্কৃতির অনুসরণ করে থাকে। এ প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে আলোচ্য প্রবন্ধে ইসলামের আলোকে নবজাতকের নামকরণের গুরুত্ব এবং বাংলাদেশে এর চর্চা সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। বর্ণনা ও বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতিতে রচিত এ প্রবন্ধ থেকে প্রমাণিত হয়েছে, পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে ইসলাম নবজাত শিশুদের নামের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নীতিমালা প্রদান করেছে। কিন্তু অনেক মুসলিম সন্তানের নামকরণের ক্ষেত্রে সে নীতিমালা প্রতিভাত হয় না। সন্তানের নামকরণের ক্ষেত্রে তাই আরও সচেতনতা প্রয়োজন।

* Quazi Farjana Afrin is a Lecturer in the Department of Islamic Studies, University of Dhaka. email: quazi.farjana.afrin@gmail.com

মূলশব্দ: শিশু অধিকার, নামকরণ, সন্তান লালনপালন, বাংলাদেশ, মুসলিম সংস্কৃতি।

ভূমিকা

পৃথিবী জুড়ে মানুষের ঘরে ঘরে প্রতিদিন নব সৌরভ আর নতুন দিনের বার্তা নিয়ে নতুনের দূত হাজির হয়, আগমন ঘটে নবজাতকের। কারও পরিচিতির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল তার নাম। নাম ছাড়া কোন ব্যক্তি বা বস্তুর পরিচয় দেয়া সম্ভব নয়। তাই মানব সমাজে সন্তান জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তার একটি উত্তম নাম রাখা সার্বজনীন রীতি। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। তাই ইসলামে নামকরণের গুরুত্বও অপরিসীম। কারণ মহান রাব্বুল আলামীন তার নিজস্ব গুণবাচক নামের মাধ্যমেই সমগ্র সৃষ্টিকূলের নিকট নিজের পরিচয় উপস্থাপন করেছেন। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিবৃত ইসলামী বিধানাবলির মধ্যে মানবসন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তার নামকরণের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ আলেখ্য নিয়ে ইসলামের অবস্থান এবং এ সম্পর্কে ইসলামের সুস্পষ্ট বিধান থাকাটাই বাঞ্ছনীয়। বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, একজন ব্যক্তির নাম তার স্বভাব-চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের উপর ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তাই ইসলামী নিয়মানুসারে সন্তানের নামকরণ প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ মুসলিমের অবশ্য কর্তব্য।

বিষয় পরিচিতি

ইসলাম হল মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত ও রাসূলুল্লাহ স.-এর মাধ্যমে প্রদর্শিত জীবন বিধান, যা পূর্ণাঙ্গতার বিচারে সবদিক দিয়ে পরিপূর্ণ এবং উৎকর্ষের বিচারে সর্বোৎকৃষ্ট। মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন বলেন,

﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾

নিশ্চয়ই মহান আল্লাহর কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য জীবন ব্যবস্থা হল ইসলাম (Al-Qurān, 3:19)।

নামকরণ একটি বাংলা শব্দ। শব্দটি 'নাম' ধাতু থেকে উদ্ভূত। নামকরণ বলতে বাংলা ভাষায় আখ্যা, অভিধা, সংজ্ঞা, যে শব্দ দ্বারা কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে নির্ধারণ করা যায় ইত্যাদিকে বুঝায় (Lahiri 2011, 675)।

ইংরেজিতে শব্দটির প্রতিশব্দ হিসেবে Name, Naming, appellation, personal name, title, designation, identity ইত্যাদি ব্যবহৃত হয় (Ali 1994, 355)।

আরবীতে শব্দটির প্রতিশব্দ হচ্ছে, ইস্ম। এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে- যা দ্বারা বস্তুকে চেনা যায় অথবা যা দ্বারা বস্তুর ব্যাপারে প্রমাণ পেশ করা হয় (Madkūr 2008, 452)।

ইস্‌ম আরবি ওয়াস্‌ম (وسم) শব্দ থেকে নির্গত, এর অর্থ আলামত বা চিহ্ন। কারণ যাকে যে-নামে ডাকে, ডাকা হয় তা তাকে নির্দেশ করে, তার পরিচয় বহন করে। কুরআনে এর বহু উদাহরণ রয়েছে। যেমন, আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন,

﴿يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا﴾

> হে যাকারিয়া, আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি, তার নাম হবে ইয়াহ্ইয়া; এই নামে পূর্বে আমি কারো নামকরণ করিনি" (Al-Qurān, 19:7)।

আবার এ শব্দটি তাসমিয়া-এর প্রতিশব্দ, যার অর্থ নবজাতক বা কোন বস্তুর চিহ্নসূচক নামকরণ করা (Madkūr 2008, 452)। সন্তানবলতে সদ্য ভূমিষ্ঠ হওয়া নবজাতক বা পুত্র,কন্যা শিশুকে বুঝায় (Lahiri 2011, 1113)।

কোনো নামে নবজাতকের নামকরণের অর্থ হলো তাকে ঐ নামে ডাকা এবং সে নামেই তাকে সমাজে পরিচিত করে তোলা। যাতে তার মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মুসলমান হিসেবে সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকে। এ-কারণেই আলেমগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, নবজাতক ছেলে বা মেয়ে যাই হোক উভয়ের নামকরণ ওয়াজিব (Ibn Hazm 2010, 154)।

সন্তানের নামকরণ সংশ্লিষ্ট ইসলামী বিধান

মানবজীবনে নাম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সন্তানের জন্য একটি সুন্দর ও অর্থবোধক নাম রাখা প্রত্যেক পিতা-মাতার জন্য অবশ্য কর্তব্য। নামকরণের দ্বারাই ইসলাম ব্যক্তির ইহলৌকিক ও পারলৌকিক অবস্থান সুনির্দিষ্ট বিধানের আলোকে নিশ্চিত করেছে। নিম্নে নামকরণ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় আলোকপাত করা হল:

(১) নামকরণের সঠিক সময়

রাসূলুল্লাহ স. সন্তান জন্মগ্রহণ করার সপ্তম দিনে নামকরণের কথা বলেছেন। তিনি বলেন,

كُلُّ غُلَامٍ رَهِينٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى

> প্রত্যেক সন্তানই তার আকীকার সঙ্গে দায়বদ্ধ থাকে, তার পক্ষ থেকে জন্মের সপ্তম দিনে (পশু) জবেহ করা হবে, তার মাথা মুণ্ডন করা হবে এবং তার নাম রাখা হবে (Al-Nasāī 1999, 2/167)।

তবে রাসূল স. নিজে তাঁর পুত্র সন্তানের জন্মের দিনই ইব্রাহীম নামকরণ করেছেন।[১] (Muslim 2003, 1157, 5919)

উপর্যুক্ত হাদীসে সন্তান জন্মগ্রহণের ৭ম দিনে আকীকার মাধ্যমে সন্তানের নামকরণের কথা বলা হয়েছে, তথাপি কেউ যদি সন্তান জন্ম-গ্রহণের ১৪ তম দিন, ২১ তম দিন বা অন্য কোন সময়ে তার নাম রাখে তাতেও কোনো সমস্যা নেই বলে কোন কোন ফকীহ মত প্রকাশ করেছেন। (Sābiq 2009,193)

১. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم

এর থেকে এটিই প্রতীয়মান হয় যে, নামকরণের বিষয়ে ইসলাম মুসলিমদেরকে যে অবকাশ প্রদান করেছে তার যেকোন একটির উপরই আমল করা যেতে পারে। অবশ্য কোন কোন নবীর নাম তাদের জন্মের পূর্বেই রাখা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহাগ্রন্থ আল কুরআনে এসেছে,

﴿فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ﴾

> যখন যাকারিয়া কক্ষে সালাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন তখন ফেরেশতাগণ তাকে সম্বোধন করে বললেন, 'আল্লাহ তোমাকে ইয়াহইয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন, সে হবে আল্লাহর বাণীর সমর্থক, নেতা, স্ত্রী বিরাগী এবং পুণ্যবানদের মধ্যে একজন নবী (Al-Qurān,3:39)।

(২) নামকরণের আনুষ্ঠানিকতা

নামকরণের ইসলাম স্বীকৃত একমাত্র অনুষ্ঠান হচ্ছে আকীকা। যা জন্মের সপ্তম দিনে করা সুন্নাহ। কিছু মুসলিম পরিবারে সুন্নাহ মোতাবেক আকীকা করা হলেও অনেক মুসলিম পরিবারেই তা সঠিকভাবে পালিত হয় না। প্রাচীন বাঙালি মুসলিম সমাজে জন্মের দিন আনন্দ উল্লাস করা হত। মুঘল আমলে মীর্জা নাথানের[২] পুত্রসন্তানের জন্ম উপলক্ষে রাতব্যাপী অনুষ্ঠান হয়েছে। হাতির লড়াই, নৃত্যগীত তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ইতালীয় পর্যটক মানুচির বর্ণনায় পাওয়া যায়, সন্তান জন্মের পর থেকে ছয় সাত দিন উৎসব হত। এটিকে উৎসব ছটি (ষষ্ঠ দিবসের কৃত্য) নামে অভিহিত করা হত। (Rahim 2008, 207)

আবার কোথাও দেখা যায়, নবজাতকের মাথা মুণ্ডন করে অনুষ্ঠান করা হচ্ছে জন্মের পরের বেজোড় দিনে অর্থাৎ তৃতীয়, পঞ্চম বা সপ্তম দিনে। আবার কোথাও কোথাও একাদশ বা দ্বাদশ দিনটিকে নবজাতকের নামকরণের জন্য উপযোগী বিবেচনা করা হয় (Islam 2011, 6/419)।

নামকরণের ক্ষেত্রে মুসলিম সমাজে অনুসৃত একটি বিশেষ পদ্ধতি হলো, একজন ইসলামী জ্ঞানে পারদর্শী ব্যক্তি ডেকে আনা হয়। তারপর মিলাদ পড়ানো হয় এবং মিলাদ শেষে তিনি নবজাতকের একটি অর্থবোধক নাম রাখেন (Rahim 2008, 207)। ইসলামে এরূপ কোন প্রক্রিয়ার কথা বলা হয়নি।

২. বাংলার মুগল সেনাপতি আলাউদ্দীন ইসফাহান ওরফে মির্জা নাথান। মির্জা নাথানকে সম্রাট জাহাঙ্গীর শিতাব খান উপাধি দেন। তিনি তাঁর সামরিক জীবন বাংলায় কাটান। তাঁর পিতা মালিক আলী, (পরবর্তী সময়ে ইহতিমাম খান) রাজকীয় নৌবহরের মীর বহর (নৌবাহিনী প্রধান) হিসেবে ১৬০৮ সালে সুবাহদার ইসলাম খান চিশতির সঙ্গে বাংলায় আসেন। বীর যোদ্ধা মির্জা নাথান পিতার সঙ্গে ছিলেন এবং রাজকীয় বাহিনীতে যোগ দেন। সুবাহদার ইসলাম খানের শাসনকালে তিনি মুসা খান, খাজা উসমান ও প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেন। যখন শাহজাদা শাহজাহান পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বাংলায় আসেন তখন মির্জা নাথান শাহজাদার দলে যোগ দেন এবং বিভিন্ন অভিযানে তাঁকে সহায়তা করেন। কিন্তু শাহজাহান বাংলা ত্যাগ করে দাক্ষিণাত্যে যাওয়ার পর মির্জা নাথান সম্পর্কে আর কিছুই জানা যায়নি। সম্ভবত অবসর জীবনে তিনি তাঁর বিপুলায়তন গ্রন্থ বাহারিস্তান-ই-গায়েবী রচনা করেন। (দ্র. বাংলাপেডিয়া, http://bn.banglapedia.org/index.php?title=বাহারিস্তান-ই-গায়েবী

(৩) অকালপ্রসূত ভ্রূণ ও মৃত্যুবরণকারী সন্তানের নামকরণ

অনেক পিতামাতাই সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগেন, অকালপ্রসূত ভ্রূণের নাম রাখতে হবে কিনা অথবা মৃত্যুবরণকারী নবজাতকের ক্ষেত্রেই বা করণীয় কী? এসব ক্ষেত্রে ইমামগণ প্রাসঙ্গিক অনেক বিষয়ের সমন্বয় ঘটিয়ে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। হানাফী মাযহাবে ইমাম আবু হানীফা রহ. এর মতে, মৃতাবস্থায় জন্মগ্রহণকারী সন্তানের নামকরণ করা হবে না। (Al-Fatawa al-Hindiyyah, 3/362)

তবে ইমাম শাফিয়ী রহ. এর মতে, এরূপ সন্তানের নামকরণ করা হবে। জন্মের পর মৃত্যুবরণকারী সন্তানের ব্যাপারে ফকীহদের মত হলো, তার নামকরণ করা হবে। মালিকী ও শাফিয়ী মাযহাব মতে, এরূপ সন্তানের নামকরণ করা মুস্তাহাব। (Al-Nawawī 2000, 3/232)

(৪) সন্তানের নামকরণের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়

সন্তানের নামকরণ ইসলামে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই নামকরণের ক্ষেত্রে কিছু বিবেচ্য বিষয় জানা থাকা জরুরি। নবজাতকের নামকরণে পিতা-মাতাকে বা অভিভাবককে এসব বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে এবং মান্য করতে হবে।

(ক) সন্তানের নামকরণে অধিকতর হকদার ব্যক্তি

বিলায়াত বা অভিভাবকত্বের হকদারের ক্রমধারার ওপর কিয়াস করে বলা যায়, সন্তানের নামকরণের অধিকতর হকদার তার পিতা। অবশ্য পিতা-মাতা উভয়ে পরামর্শক্রমে সন্তানের নাম রাখলে তা অধিকতর কল্যাণকর এবং তাদের সম্পর্ক সুদৃঢ় রাখতে সহায়ক। তবে তাদের বাইরে যে কেউ নবজাতকের নাম রাখতে পারেন। যেমন একাধিক হাদীসে এসেছে যে, সাহাবীগণ তাদের নবজাত সন্তানকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে গেছেন এবং তিনি সেই সন্তানের নাম রেখেছেন। এ থেকে আরও বোঝা যায় যে, সন্তানের নামকরণের ক্ষেত্রে বিজ্ঞ আলেমের পরামর্শ নেওয়া উত্তম।

আবু মুসা আল-আশআরী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

> **ولد لي غلام، فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم، وحنكه بتمرة، ودعاء بالبركة، ودفعه إِلَيَّ.**
>
> আমার একটি ছেলে সন্তান হলো। আমি তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ স.-এর কাছে এলাম। তিনি তার নাম রাখলেন ইব্রাহীম। তিনি তাকে খেজুরের দ্বারা তাহনীক করালেন, তার জন্য বরকতের দোয়া করলেন, তারপর আমার হাতে তুলে দিলেন (Al-Bukhārī 2003, 5045)।

(খ) উত্তম নাম বাছাইকরণ

সন্তানের জন্য একটি সুন্দর অর্থবোধক নাম রাখা প্রত্যেক পিতামাতার গুরুদায়িত্ব। সাধারণত যে সকল নামের ব্যাপারে ইসলামের নিষিদ্ধতা নেই, সে সকল নাম রাখা

বৈধ। মহান আল্লাহ তাঁর নিজের পরিচয় দিয়েছেন বহু গুণবাচক নামে নামকরণের মাধ্যমে। নামকরণ প্রসঙ্গ উল্লেখ করে মহানবী স. বলেন,

> إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ.
>
> নিশ্চয়ই তোমদের নামসমূহের মধ্যে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় নাম আবদুল্লাহ, আবদুর রাহমান” (Muslim 2003, 1174, 5480)।

এ নামদুটি আল্লাহর দাসত্বের স্বীকৃতি দেয়। এ জন্যই মহান আল্লাহর কাছে এ নাম দু'টি অধিক প্রিয়। এর উপর ভিত্তি করে ফকীহ্গণ মনে করেন আল্লাহ তাআলার অন্যান্য গুণবাচক নামের সঙ্গে আরবী ‘আব্দ’ শব্দ যোগ করে নাম রাখা উত্তম। সাধারণভাবে ‘আবদুল্লাহ’ নাম সব নাম থেকে, এমন কি আব্দুর রহমান থেকেও উত্তম। আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান- এ দু'টির পর সর্বোত্তম নাম মুহাম্মাদ, তারপর আহ্মাদ, তারপর ইব্রাহীম। আল্লাহর নিকট মুহাম্মাদ ও আহ্মাদ নামও প্রিয়; কেননা তিনি তাঁর নবীর জন্য তাঁর নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় নামই পছন্দ করেছেন। (Awqaf 2013, 2/17-18)

সন্তানের নামকরণ নবীগণের নামে করা উত্তম। হাদীসে এসেছে, জাবির বিন আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

> تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي.
>
> তোমরা আমার নামে নাম রাখো আর আমার কুনিয়ত অনুসারে কুনিয়ত রেখো না। (Muslim 2003,1174, 5428)

আমাদের প্রিয় নবী স. তার সন্তানের নাম রেখেছিলেন ইব্রাহীম। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে ২৫ জন নবী-রাসূলের নামের উল্লেখ আছে। সেখান থেকেও প্রিয় সন্তানের নাম নির্বাচন করা যেতে পারে।

সৎ ও দীনদার ব্যক্তিদের নামে সন্তানের নামকরণ করাও উত্তম। কন্যা সন্তানের ক্ষেত্রে নবী-রাসূলগণের কন্যা, সহধর্মিণী এবং মহিলা সাহাবীদের নাম উত্তম বলে বিবেচিত হয়। এতে করে সন্তানের মাঝে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রভাব পড়তে পারে এবং সন্তানও ভবিষ্যতে নেককার হবে এরূপ আশা করা যায়। ইসলামে এ ধরনের আশাবাদ বৈধ বলে ধরা হয়। পরিভাষায় এটাকে বলাহয় ‘তাফাউল’। নেককার ব্যক্তিদের শীর্ষে আছেন মহানবী স., ক্রমান্বয়ে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন এবং তাবে-তাবেয়ীন, এরপর আলিম সমাজ। (Awqaf 2013, 2/18)

এছাড়া আরবী ভাষার ভাল অর্থবোধক শব্দে নাম রাখা এবং ফিরিশ্তাগণের নামে নামকরণও বৈধ।

(গ) সন্তানের নামের সম্পৃক্ততা

সন্তানের নাম সম্পৃক্ত হবে বাবার নামের সঙ্গে, মায়ের নামের সঙ্গে নয়। যেমন : রাশেদ বিন জামাল বা আমিনা বিনতে জামাল অথবা রাশেদ জামাল বা আমিনা

জামাল। এমন নয়, রাশেদ বিন খালেদা বা আমিনা বিনতে খালেদা। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন,

﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾

> তোমরা তাদেরকে ডাকো তাদের পিতৃ পরিচয়ে। এটাই আল্লাহর কাছে অধিক ন্যায়সঙ্গত (Al-Qurān, 33:5)

কিয়ামতের দিন মানুষকে তাদের পিতার নামেই ডাকা হবে। ইমাম বুখারী باب ما يدعى الناس يوم القيامة بآبائهم "মানুষকে তাদের পিতাদের নাম ধরে ডাকা হবে" শিরোনামে অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন।

(ঘ) নিষিদ্ধ নামসমূহ

এমন কিছু নাম রয়েছে যে নামগুলো দিয়ে সন্তানের নামকরণ করা তথা কোন ব্যক্তির নাম রাখা নিষিদ্ধ। আল্লাহর নাম নয়- এমন কোন নামের সঙ্গে আব্দ শব্দটিকে সম্বন্ধ করে নাম রাখা হারাম। যেমনঃ আব্দুল ওজজা (ওজজার উপাসক), আব্দুশ শাম্‌স (সূর্যের বান্দা), আব্দুল কামার (চন্দ্রের উপাসক), আব্দুল কা'বা (কাবাগৃহের দাস), আবদুন নবী (নবীর দাস), আবদুর রসূল (রসূলের দাস), আব্দুল হোসাইন (হোসাইনের দাস), আব্দুল আমীর (আমীরের দাস) (Awqaf 2013, 2/25)।

আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে দেখা যায়, নামের সঙ্গে আব্দ শব্দটি থাকলেও ডাকার সময় আব্দ শব্দটি ছাড়াই ব্যক্তিকে ডাকা হয়, এটি অনুচিত। এমনকি অনেক সময় আল্লাহর নামকে বিকৃত করেও ডাকার প্রবণতা দেখা যায়, ইচ্ছাকৃত এমনটি হলে ঈমান থাকবে না। তবে অনিচ্ছাকৃতও এরূপ ডাকা অনুচিত (Awqaf, 2/25)।

যে সকল উপাধির জন্য কোন মানুষ উপযুক্ত নয় অথবা নামগুলোর মধ্যে মিথ্যাচার রয়েছে এবং অসার দাবী রয়েছে এমন নাম রাখা জায়িয নয়। যেমন : শাহেনশাহ (জগতের বাদশাহ), মালিকুল মুলক (রাজাধিরাজ)। রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى ملك الأملاك.

> কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট নামসমূহের মধ্যে সবচেয়ে ক্রোধ উদ্রেককারী ও বিরক্তিকর হবে সেই ব্যক্তির নাম, যার নাম রাখা হয়েছে মালিকুল আমলাক অর্থাৎ রাজাধিরাজ (Bukhārī 2003, 2/916)।

আবার যে নামগুলো আল্লাহ তাআলার জন্য খাস সেসব নামে কোন মাখলুকের নাম রাখা বা কুনিয়ত রাখা হারাম। যেমন : আল্লাহ, আর রহমান, আল খালেক ইত্যাদি।

(ঙ) নিন্দিত ও অপছন্দনীয় নামসমূহ

যেসকল নাম নিন্দাজ্ঞাপক যেসকল নাম রাখা সঠিক নয়। যেমনঃ শয়তান, জালিম (অত্যাচারী), হিমার (গাধা) ইত্যাদি। মালিকী মাযহাব মতে, হারব (যুদ্ধ), হুযন

(দুঃশ্চিন্তা), যিরার (ক্ষতি) ইত্যাদি নাম রাখা মাকরূহ। হাম্বলী মাযহাব মতে, অহংকারীদের নামানুসারে নামকরণ মাকরূহ। যেমনঃ ফেরাউন ও শয়তানের নামসমূহ (Al-Zuhailī 1989, 3/642-643)।

খারাপ নাম পরিবর্তন করে সুন্দর নাম রাখা সুন্নাহ। রাসূল স. বলেন,

﴿إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ﴾

> কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের নাম ও পিতার নামানুসারে ডাকা হবে। তাই তোমাদের নামসমূহ সুন্দর করো। (Abū Dāwūd 2005, 926)

রাসূলুল্লাহ স. অনেক সাহাবীর মন্দ নাম পরিবর্তন করে ভাল নাম রেখেছেন। যেমন রাসূলুল্লাহ স. উমর রা. এর এক কন্যার নাম আসিয়া (অবাধ্য নারী) পরিবর্তন করে জামীলা (সুন্দরী) রেখেছিলেন (Abū Dāwūd 2005, 925)।[৩]

এক হাদিসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

> أحب الأسماء إلى الله : عبد الله وعبد الرحمن ، وأصدق الأسماء : حارث وهمام وأقبحها : حرب ومرة.
>
> আল্লাহ তাআলার কাছে আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান নামই সর্বাধিক প্রিয় এবং (অর্থ ও বাস্তবতার দিক থেকে) হারিস ও হাম্মাম সর্বাধিক সত্য নাম এবং সবচেয়ে মন্দ নাম হারব ও মুররাহ। (Abū Dāwūd 2005, 4950; al-Nasāī, 3528; Ahmad 2001,19054)

আলী ইবনে আবু তালিব রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, "হাসানের জন্ম হলো। আমি তার নাম রাখলাম হার্‌ব। তারপর রাসূলুল্লাহ স. এলেন। বললেন, 'আমার সন্তানকে (নাতিকে) দেখাও। তোমরা তার কী নাম রেখেছো?' আমি বললাম, হার্‌ব। তিনি বললেন, 'বরং সে হাসান।' পরে যখন হুসাইনের জন্ম হলো, আমি তারও নাম রাখলাম হার্‌ব। রাসূলুল্লাহ স. এলেন এবং বললেন, 'আমার সন্তানকে (নাতিকে) দেখাও। তোমরা তার কী নাম রেখেছো?' আমি বললাম, হার্‌ব। তিনি বললেন, 'বরং সে হুসাইন।' আমার তৃতীয় সন্তান হলে তারও নাম রাখলাম হার্‌ব। নবী করীম স. এসে বললেন, 'আমার সন্তানকে (নাতিকে) দেখাও। তোমরা কী নাম রেখেছো তার?' আমি বললাম, হার্‌ব। তিনি বললেন, 'বরং সে মুহাসসিন।' তারপর বললেন, 'আমি তাদের হারুন আলাইহিস সালামের ছেলেদের নামে নাম রেখেছি : শাব্বার, শাবীর ও মুশাব্বির (Ahmad, 769, Muatta, 660)[8]

---

৩. عن ابن عمر: أنّ ابنةً لعمر كان يقال لها عاصية، وفي رواية أخرى: أُم عاصي، فسمّاها رسولُ الله صَلَّى الله عليه وسلم جميلة

8. عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : لَمَّا وُلِدَ الْحَسَنُ سميته حربا ، فجاء رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ " أَرُونِي ابْنِي ، مَا سَمَّيْتُمُوهُ ؟ " ، قَالَ : قُلْتُ : حَرْبًا ، قَالَ : " بَلْ هُوَ حَسَنٌ " ، فَلَمَّا وُلِدَ الْحُسَيْنُ

ইসলামী শরীআতে এমন সব শব্দ দ্বারা নামকরণ অপছন্দ করা হয়েছে যার বিপরীত অর্থের মধ্যে নেতিবাচক ধারণা রয়েছে। যেমন: রাবাহ (লাভ), আফলাহ (সফল), নাফি (উপকারী), ইয়াসার (সচ্ছলতা) ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

ولا تسمين غلامك يساراً ولا رباحاً ولا نجيحاً ولا أفلح، فإنك تقول: أثَمَّ هو؟ فلا يكون، فيقول: لا.

তোমার সন্তানের নাম ইয়াসার রাবাহ, নাজীহ বা আফলাহ রাখবে না। কারণ তুমি অবশ্যই বলবে অমুক কি আছে? উত্তরে সে না থাকায় (উত্তর দাতা) বলবে, নেই (Muslim,1026)।

এছাড়া রাসূলুল্লাহ স. যে নাম দ্বারা স্বীয় পবিত্রতা, শ্রেষ্ঠত্ব বা প্রশংসা বোঝায় এরূপ নাম অপছন্দ করেছেন। যেমন- বাররাহ (নেককার) (Bukhari 2003, 2/914)[5]

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রহ. উল্লেখ করেছেন, এভাবে তাক্বী, মুত্তাক্বী, মুখলিস, আবরার ইত্যাদি যে সকল শব্দ দ্বারা ব্যক্তির পরিশুদ্ধতা ও প্রশংসা বুঝায় এরূপ শব্দ দ্বারাও নামকরণ মাকরূহ (Ibn Qayyim 1998, 2/314)।

(চ) নাম বিকৃতকরণ

প্রচলিত মুহাম্মাদ শব্দটির শুদ্ধ উচ্চারণ হওয়া উচিত 'মুহাম্মাদ'। বাংলা ভাষায় দীর্ঘদিন মোহাম্মদ হিসেবেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এমনকি আধুনিক শিক্ষিত বা উচ্চ শিক্ষিত মুসলিম সমাজ ফ্যাশন বা আভিজাত্যের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে মুহাম্মাদকে মুহামেদ বা মোহামেড উচ্চারণ করেন। ঠিক অনুরূপ সমস্যা দেখা যায়, আহ্মাদ নামটির ক্ষেত্রেও। আহ্মাদকে আহ্মেদ, আহম্মেদ, আহাম্মদ লেখার কোন অবকাশ নেই (Zohuri 1999, 1/111)।

কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত ইবনে সীনা এবসীন হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। বহু মুসলিম মনীষীর নাম বিকৃত করে তাদের আবিষ্কার থেকে, নিজস্ব উদ্ভাবিত অতি পরিচিত সূত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয় (Zohuri 1999, 3/111)।

আবার অনেকে কখনোই মুসলমানদের নাম শুদ্ধভাবে লেখেনও না, উচ্চারণও করেন না। মুসলমান তাদের কাছে মোসলমান, আর ইসলাম হল এসলাম (Zohuri 1999, 1/68-69)।

আবার অনেকে নামের রহমানকে বিকৃত বানানে রেহমান লেখেন। রহমান যেহেতু আল্লাহর নাম, তাই এ নামের বিকৃত বানান আইন করে হলেও বন্ধ করা উচিত।

سَمَّيْتُهُ حَرْبًا ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " أَرُونِي ابْنِي ، مَا سَمَّيْتُمُوهُ ؟ " ، قَالَ : قُلْتُ : حَرْبًا ، قَالَ : " بَلْ هُوَ حُسَيْنٌ " ، فَلَمَّا وُلِدَ الثَّالِثُ سَمَّيْتُهُ حَرْبًا ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " أَرُونِي ابْنِي ، مَا سَمَّيْتُمُوهُ ؟ "، قُلْتُ : حَرْبًا ، قَالَ : " بَلْ هُوَ مُحَسِّنٌ " ، ثُمَّ قَالَ : " سَمَّيْتُهُمْ بِأَسْمَاءِ وَلَدِ هَارُونَ : شَبَّرُ ، وَشَبِيرُ ، وَمُشَبِّرٌ " .

৫. أبو هريرة أن زينب كان اسمها برة، فقيل: تزكي نفسها. فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. متفق عليه

একইভাবে হুসাইন শব্দের বানান ভুলভাবে লেখা হয় হোসেন। মুসলিম সমাজে আবার পুরো নামকে বিকৃত করেও উচ্চারণ করা হয়। এক শ্রেণীর মানুষ শামসুদ্দিনকে শামসু, আব্দুর রহমানকে রহমান ইত্যাদি ডাকেন। আবার কিছু মানুষ নিজেদের নাম বিকৃত করে মুহামেদ, রেহমান, ক্যারিম উচ্চারণ করেন ও লেখেন। সমাজে আরেক ধরনের নামবিকৃতি দেখা যায়, যেমন হাসানকে হাসাইন্যা বা কাশেমকে কাশেইম্যা বলে ডাকা। আবার আল্লাহর দাসত্বসূচক নামগুলোকে আল্লাহর নামে ডাকাও মারাত্মক ধরনের বিকৃতি। এ বিকৃতি কঠিন গুনাহ এবং অনেক ক্ষেত্রে ঈমানের পরিপন্থী। এরূপ ফজলে রাব্বী বা আশেক এলাহীকে রাব্বী বা এলাহী ডাকাও ঈমান পরিপন্থী (Jahangir 2008, 216)।

সন্তানের নামকরণের গুরুত্ব

সমাজ ও মনস্তাত্ত্বিক বহুবিধ কারণে সন্তানের গুরুত্ব অপরিসীম। পবিত্র কুরআনে সন্তানকে উল্লেখ করা হয়েছে সম্পদ হিসেবে। আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾

ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা (Al-Qurān,18:46)।

ইসলামে সন্তানের নামকরণ অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রত্যেক মুসলিম সন্তানের শরীয়তসম্মত সুন্দর ও অর্থবহ নাম রাখা অতি প্রয়োজন। নাম ছাড়া কোন ব্যক্তি বা বস্তুর পরিচয় দেয়া সম্ভব নয়। তাই মানব সমাজে সন্তান জন্মগ্রহণ করার পর তার নাম রাখা একটি সার্বজনীন রীতি। ইসলামে নামের গুরুত্ব অপরিসীম। এ বিষয়ে কয়েকটি দিক উল্লেখ করা হল :

১. আল্লাহর নিজের নামকরণ

মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর নিজের পরিচয় বান্দাদের কাছে তুলে ধরার জন্য বিভিন্নভাবে তাঁর নিরানব্বইটি গুণবাচক নাম প্রকাশ করেছেন। আল-কুরআনে এসেছে,

﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾

বল, তোমরা আল্লাহ নামে ডাক কিংবা রহমান নামে, তোমরা যে নামেই ডাক, সকল সুন্দর নামই তাঁর (Al-Qurān,17:110)।

অন্য একটি হাদীসে আল্লাহর নিরানব্বইটি নামের কথাও রাসূল স. বলেছেন (Al-Bukhārī 2003, 2/6163)।[৬]

২. আল্লাহর নামের বরকত

প্রত্যেক কাজ আল্লাহর নামে শুরু করা মুসলিম জীবনাচরণের অন্যতম অনুষঙ্গ। এমনকি আল্লাহর নামে শুরু করা না হলে সেই সকল কাজ হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী বরকতশূন্য হবে (Ahmad 2001,1/329)।[৭]

---

৬. لله تسعة وتسعون اسما من حفظها دخل الجنة

মহান আল্লাহ তাঁর নামসমূহের মাধ্যমে তাঁর নিকট প্রার্থনা করা এবং তাকে ডাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহর নাম উচ্চারণ ব্যতীত জবাইকৃত পশু মুসলিমের জন্য খাওয়া হালাল নয়। আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾

যাতে আল্লাহর নামে নেয়া হয়নি তার কিছুই তোমরা আহার করো না (Al-Qurān, 6:121)।

৩. মুহাম্মদ স.-এর আগমনের সুসংবাদ

মুহাম্মদ স. এর নাম উল্লেখের মাধ্যমে ঈসা আ. তাঁর আগমনের সুসংবাদ প্রদান করেছেন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন বলেন,

﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ﴾

স্মরণ কর, মারইয়াম-তনয় ঈসা বলেছিল, হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর রাসূল এবং আমার পূর্ব হতে তোমাদের নিকট যে তাওরাত রয়েছে তার সমর্থক এবং আমার পরে আহমাদ নামে যে রাসূল আসবে তার সুসংবাদদাতা (Al-Qurān, 61:6)।

৪. মহান আল্লাহ কর্তৃক বান্দার নামকরণ

কিছু কিছু ক্ষেত্রে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের নামকরণ নিজেই পছন্দনুযায়ী করে দিয়েছেন। যেমন ইয়াহইয়া আ.-এর ব্যাপারে আল্লাহ বলেন,

﴿يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا﴾

হে যাকারিয়্যা! আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি, তাঁর নাম হবে ইয়াহইয়া, এই নামে পূর্বে আমি কারও নামকরণ করিনি (Al-Qurān, 19:7)।

৫. আল্লাহ কর্তৃক সমস্ত বস্তুর নামকরণ ও শিক্ষাদান

আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিজগতের প্রত্যেকটি বস্তুর স্বতন্ত্র নামকরণের মাধ্যমে নির্দিষ্ট পরিচিতি নিশ্চিত করেন। এরপর মহান আল্লাহ আদম আ.-কে সৃষ্টি করে তাঁকে সবকিছুর নাম শিক্ষা দিয়েছেন। নাম শিক্ষা দেয়ার মাধ্যমে সৃষ্টিজগৎ সম্পর্কে তাঁকে জ্ঞাত করান এবং এর মাধ্যমে ফেরেশ্‌তাকুলের উপর তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾

৯. أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ كَلَامٍ أَوْ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُفْتَحُ بِذِكْرِ اللهِ فَهُوَ أَبْتَرُ- أَوْ قَالَ : أَقْطَعُ

আর তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন, তৎপর সে সমুদয় ফেরেশতাদের সম্মুখে প্রকাশ করলেন এবং বললেন, 'এই সমুদয়ের নাম আমাকে বলে দাও যদি তোমরা সত্যবাদী হও (Al-Qurān, 2:31)।

৬. নাম দ্বারাই ব্যক্তির পরিচয়

নামের দ্বারাই একজন ব্যক্তির পরিচয় প্রকাশ পায়। সমাজে স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে টিকে থাকার জন্য ব্যক্তি, গোত্র বা বংশ ইত্যাদির নাম থাকা খুব জরুরী। অন্যথায় ব্যক্তি সমাজের সঙ্গে একাকার হয়ে যেত। তাকে নির্দিষ্ট করে পরিচিত করার কোন উপায় থাকত না।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾

হে মানুষ! আমি তোমদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার (Al-Qurān, 49:13)।

৭. নাম দ্বারাই আখিরাতে ব্যক্তির পরিচিতি

মৃত্যর পর ব্যক্তির পরিচয় সে নামেই হবে যে নামে তাকে পৃথিবীতে ডাকা হত। ব্যক্তির ভাল নাম হলে ভাল নামে, আর খারাপ নাম হলে তাকে খারাপ নামে ডাকা হবে। রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

'(মৃত্যুর পর) ফেরেশতারা যখন ওটাকে (কোন রূহ) নিয়ে ঊর্ধ্বজগতে আরোহণ করে, তারা যখনই কোন ফেরেশতাদের দলের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে তখন ভাল রুহের ক্ষেত্রে বলা হয়- কে এই ভাল রুহ? ফেরেশতা তার উত্তম নামের মাধ্যমে বলেন, অমুকের পুত্র অমুক, যে নামে তাকে পৃথিবীতে ডাকা হত।... অতঃপর ওটাকে (অন্য কোন রুহ) নিয়ে ঊর্ধ্বজগতে আরোহণ করে, তারা যখনই কোন ফেরেশতাদের দলের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে তখন খারাপ ব্যক্তির ক্ষেত্রে ফেরেশতারা তার নিকৃষ্ট নামের মাধ্যমে বলেন- অমুকের পুত্র অমুক, যে নামে পৃথিবীতে মানুষ তাকে ডাকত' (Ahmad 2001, 4/287)।[৮]

বাংলাদেশে ইসলামী নামকরণের ধারাবাহিকতা

বর্তমানে বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলিমের মধ্যে ইসলামী নামকরণের প্রক্রিয়া পরিপূর্ণরূপে অনুশীলিত হচ্ছে না। ইসলামের আগমনের পূর্বে এদেশের মানুষ সনাতন ধর্মের অনুসারী ছিল। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকের আগে-পরে এ অঞ্চলে ইসলামের আগমন ঘটেছে বলে ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন।

৮. فيصعدون بها فلا يمرون يعنى بها على ملأ من الملائكة الا قالوا ما هذا الروح الطيب فيقولون فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا ... فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة الا قالوا ما هذا الروح الخبيث فيقولون فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا ...

নিম্ন ইসলামী নামকরণের ধারাবাহিকতা সম্পর্কে আলোচনা করা হল

১. মুসলিমের নামকরণ

ইসলাম গ্রহণের সঙ্গেসঙ্গে এ অঞ্চলের মানুষ নিজেদেরকে ইসলামের বিধানাবলির আলোকে ঢেলে সাজাতে চেষ্টা করেছেন। পূর্ণাঙ্গরূপে তা অনুশীলিত হতে দীর্ঘদিন লেগে যায়। গবেষকদের মতে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতেও কিছু মুসলিমের নামে ভিন্ন ধর্মের নামের অস্তিত্ব পাওয়া যেত। (M. Eton 2008, 334)

মুসলমানগণ স্থানীয় মর্যাদা ও সামাজিক অবস্থার আলোকে শেখ, ভুঞা, খান ইত্যাদি উপাধি গ্রহণ করতেন এবং দীর্ঘদিন নামের সঙ্গে ব্যবহারের ফলে তা তাদের নামের অপরিহার্য অংশে পরিণত হয়। যা ইসলামে বৈধ পদবী হিসেবে সামাজিক মার্যাদা বাড়িয়ে তোলে। এমনিভাবেই আরবী নামের সঙ্গে স্থানীয় উপাধির সংমিশ্রণ ঘটে, যা ইসলামেও অনুমোদিত (Abdul Mannan 1998,100)।

২. নামের শুরুতে মুহাম্মদ যুক্তকরণ

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে ইংরেজ শাসনামলে এ অঞ্চলের মুসলিমদের উপর হিন্দু সাংস্কৃতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময় ধুতি পরা, আদাব-নমস্কার বলা, নামের আগে শ্রী ব্যবহার, মুসলিম নাম রাখতে জমিদারের অনুমতি নেয়া, দাড়ির জন্য ট্যাক্স প্রদান ইত্যাদি নানা নির্যাতনের প্রেক্ষিতে ফরায়েজী আন্দোলন, তিতুমীরের আন্দোলন গড়ে ওঠে। এর ফলে অনেক মুসলমান নামের পূর্বের শ্রী বর্জন করে এর পরিবর্তে মুহাম্মাদ ব্যবহার করতে শুরু করে। এভাবে নামের শুরুতে মুহাম্মাদ সংযুক্তি ইসলামের ধর্মীয় সংস্কৃতির রূপ ধারণ করে। (Abdul Mannan 1998,102)

৩. মুসলিম নামের বিকৃতি ও অবলুপ্তি

বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যায় পর্যন্ত মুসলমানদের নামের ক্ষেত্রে ইসলামী বিধান অনুসৃত হত। এরপর দেখা যায় নানারকম বিকৃতি। আল্লাহর গুণবাচক নামের সঙ্গে আব্দ্ যুক্ত করে নামকরণের রীতির সঠিক অনুসরণ হয় না। যেমন : আব্দুর রহমান, আব্দুর রাজ্জাক-এর স্থলে রহমান, রাজ্জাক নামে ব্যক্তি সমাজে পরিচিত হয়। এরূপ আরও অনেক বিয়োজন রয়েছে, যা নামের অর্থই বিকৃত করে দেয়। আবার নামের পূর্বের মুহাম্মাদকে পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত করার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। অনেকেই মো., মুহা., ইংরেজীতে Md. M. Mohd. ইত্যাদি লিখে থাকেন। এই সংক্ষিপ্তকরণ একধরনের অবজ্ঞা প্রদর্শন ব্যতীত আর কিছুই নয়। যা নিঃসন্দেহে নবী স.-এর প্রতি বেয়াদবি ও গুনাহের কাজ। আবার একদল মুসলিম পবিত্র কুরআনে শব্দটি ব্যবহার হয়েছে এতটুকু বুঝেই আবেগে ওই শব্দ দিয়ে সন্তানের নামকরণকরে থাকেন। যেমন: তুকাযযিবান (মিথ্যাচারিতা), খিনজীর (শূকর), আযাবুন আলীম (যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি) ইত্যাদি নেতিবাচক ও খারাপ অর্থের শব্দ। এছাড়া আরেকটি বিষয়ের প্রচলন সমাজে খুব দেখা যায়; তা হল কুদ্দুস, মফিজ কিংবা আবুল বলে একে অপরকে উপহাস করা। অথচ এগুলো তো ইসলামী নামেরই অংশ (Zohuri 2003,3/101)।

৪. বাংলা ভাষায় নামকরণ

সাধারণত ইসলামের নির্দেশনা অনুযায়ী নামের ভাষা হবে আরবী। পৃথিবীর সমগ্র মুসলিম জাতির জন্য এটিই একমাত্র অনুশীলিত রীতি। কিন্তু বাঙালী মুসলিমের নাম বাংলা ভাষায় হবে এরূপ মত দিয়েছেন অনেকেই। এমনকি ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহও এ বিষয়ে সহমত পোষণ করতেন। তবে তৎকালীন বাংলা ও উর্দু ভাষাবিদ, সাহিত্যিক হাকিম হাবীবুর রহমান তার দাঁতভাঙা জবাব দিয়েছিলেন (Alam 2008,130-131)।

আবার কেউ কেউ নিজেদেরকে প্রকৃত বাঙালী প্রমাণ করার জন্য বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত বিভিন্ন শব্দচয়নের মাধ্যমে নামকরণকরে থাকেন, যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভিন্ন সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়।

৫. ভিন্ন ধর্ম ও অপসংস্কৃতির প্রভাব

এদেশের মুসলিমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হিন্দু ধর্মাবলম্বী থেকেই মুসলিম হয়েছে। তাই তাদের পূর্বপুরুষদের দীর্ঘদিনের অনুশীলনের ধারাবাহিকতার ফলে তাদের জীবনেও ভিন্ন ধর্ম ও ভিন্ন সংস্কৃতির প্রভাব থেকে গেছে। এছাড়াও বিদেশী নামের প্রতি বাঙালিদের রয়েছে অত্যধিক মোহ। অতিমাত্রায় স্বদেশী বা বিদেশী হওয়ার প্রচেষ্টায় এমন কিছু নামকরণ করা হয়, যা শুনলে বোঝার উপায় নেই যে, তারা মুসলিম, হিন্দু নাকি খ্রিস্টান। আবার অমুসলিম লেখক ও সাহিত্যিক কর্তৃক মুসলিম নামের বিকৃতি এবং মুসলিম নামকে হেয় প্রতিপন্ন করার প্রবণতাও মুসলিমদেরকে বিকৃত অনুশীলনে প্রলুব্ধ করেছে (Hunter 2002,131)।

এছাড়া বিভিন্ন ধরনের প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেকট্রিক মিডিয়া, ওয়েব মিডিয়া প্রভৃতিতেও মুসলিম নামসমূহরে বিকৃত উপস্থাপন মুসলিম সমাজে এক ধরনের গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করেছে। মুসলমানরাও অজ্ঞতাবশত এরূপ নাম রাখতে উৎসাহিত হচ্ছে।

নামের এরূপ বিকৃত অনুশীলন থেকে পরিত্রাণের উপায়

মুসলামনরা আজ যেসব বিকৃত অনুশীলনের বেড়াজালে জড়িয়ে পড়েছে তন্মধ্যে অন্যতম হল নামকরণ সংক্রান্ত সমস্যা, যা থেকে মুসলমানদের উদ্ধার করা খুবই জরুরি। এ ধারা চলতে থাকলে এক সময় মুসলমানরা তাদের স্বাতন্ত্র্যই হারিয়ে ফেলবে। তাই এ থেকে পরিত্রাণ অপরিহার্য। কিছু সুনির্দিষ্ট ও স্বতন্ত্র পদক্ষেপ অনুসরণের মাধ্যমে মুসলমানরা নামকরণের সঠিক ইসলামী বিধান কার্যকর করতে সক্ষম হতে পারে। যেমন :

- পরিবারই হল শিক্ষার প্রাথমিক এবং মূলভিত্তি। তাই প্রত্যেক পিতামাতার উচিত, সন্তানের সুন্দর নামকরণ করা এবং এর গুরুত্ব সম্পর্কে সন্তানকে অবহিত করা;
- পাঠ্যপুস্তকে নামকরণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্তিকরণ;

- আধুনিক শিক্ষার নামে যেন অপসংস্কৃতির বিকৃত চর্চা না হয় সে ব্যাপারে মুসলিম নাগরিকদের সচেতন থাকা;
- মিডিয়ার মাধ্যমে মুসলমানদের নামকরণের ঐতিহ্য ও সভ্যতা সম্পর্কে সঠিক তথ্য উপস্থাপনের ব্যবস্থা করা;
- রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় জন্ম নিবন্ধনের সময় নামকরণ শরীয়াহ ভিত্তিক হল কিনা তা নিশ্চিত করা;
- মসজিদ-মক্তবভিত্তিক শিক্ষার মাধ্যমে সঠিক নামকরণের গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা সম্পর্কে মুসলমানদের সতেচন করে তোলা;
- নামকরণ সংক্রান্ত বিভিন্ন সেমিনারের আয়োজন করে জনসচেতনতা বাড়ানোর ব্যবস্থা করা;
- শিক্ষিত সচেতন মুসলমানগণ কর্তৃক বিভিন্ন ধরনের প্রবন্ধ, বই-পুস্তক, পত্রিকা ইত্যাদিতে লেখনীর মাধ্যমে সমাজের প্রতিটি স্তরে নামকরণের গুরুত্ব উপস্থাপন করা।

উপসংহার

ভারসাম্যপূর্ণ জীবনের জন্য প্রতিটি মুসলমানের ইসলামী বিধান পরিপূর্ণরূপে অনুসরণ করা জরুরী। জন্মগ্রহণের পর প্রতিটি ব্যক্তিরই প্রথম প্রাপ্তি একটি স্বতন্ত্র নাম। যে নামের সূত্র ধরেই তার বেড়ে ওঠা, পথচলা, এগিয়ে যাওয়া অর্থাৎ সমগ্র জীবন অতিবাহিত করা, সে নামকরণের ক্ষেত্রে ইসলাম যে পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা প্রদান করেছে তার সঠিক অনুশীলনের মাধ্যমে বাংলাদেশের মুসলমানরা ভ্রান্তির বেড়াজাল থেকে মুক্তি লাভ করতে সক্ষম হবে, ইসলাম প্রচার ও প্রসারে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখতে সক্ষম হবে। একজন মুসলিম তার নামকরণ, নামের মাধ্যমে পারস্পরিক সম্বোধনের ইসলামী রীতি সম্পর্কে অবগত হবেন এবং নিজেদের ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যবোধ প্রতিষ্ঠা করবেন, যা প্রতিটি মুসলিমের সমগ্র জীবনের জন্যই হবে তৃপ্তিদায়ক।

Bibliography

Al-Qurān al-karīm

Abū Dāwūd, Sulaymān ibn al-Ash'ath al-Azdī al-Sijistānī, 2005. *Al-Sunan*. Beirut: Dār al-Fikr.

Ahmad, Abū ʿAbdullāh Ahmad Ibn Muḥammad Ibn Ḥanbal Ash-Shaybānī. 2001. *Musnad*. Beirut: Muassasah al-Risālah.

Al-Bukhārī, Abū ʻAbdullah Muhammad Ibn Ismāʻīl. 2003. *Al-Jamiʻ As-Sahīh*.Translated by: Translation Board. Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh.

ʻAlī, Mohammad and Moniruzzaman, Mohammad and Tareque, Jahangir. 2014. *Bangla Academy Bangla-English Dictionary*. Dhaka: Bangla Academy.

Al-Jazāirī, Abū Bakar Jābir. 2009. *Minhāj al-Muslim*. Cairo: Maktabatur Rihab.

Muslim, Abū al-Hussain Muslim Ibn Hazzaz. 2003. *Al-Musnad al-Sahīh*. Beirut: Dār al-Fikr.

Al-Nasā'ī, Abū ʻAbd al-Rahmān Aḥmad ibn Shuʻayb ibn Alī ibn Sīnān al-Nasā'ī. 1999. *Sunan al-Nasai al-Kubra*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah.

Alom. A.Z.M. Shamsul. 2008. *Bangali Sangskriti*. Dhaka: Muhammad Brothers.

Al-Zuhailī. Wahbah. 1989. *Al-Fiqh al-Islāmī wa adillatuhu*. Damascus: Dārul Fiqr.

Awqaf. Ministry of Awqaf and Islamic affairs of Kuwait. 2013. *Al-Mawsūʻah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. Translated by: Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Center. Dhaka: BILRC.

Hunter. Wiliam Wilson. 2002. *The Indian Musolman*.Translated by: M. Anisuzzaman. Dhaka: Khoshroz Kitab Mahal.

Ibn Qayyim, Muhammad ibn Abī Bakr Ibn Qayyim al-Jawzīyah. 1998. Tuhfat al-maudūd bi ahkām al-maulūd. Bombay: Sharafuddin.

Islam, Sirajul (ed.). 2011. *Banglapedia: National Encyclopedia of Bangladesh*. Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh.

Lahiri, Shibprosonno (ed.). 2011. *Bangla Academy Beboharic Bengali Ovhidhan*.Dhaka: Bangla Academy.

Madkūr, Ibrāhīm. 2008. *Al-Muʻjam al wasīt*. 2008. New Delhi: Dār al-Isaʻat al-Islāmiyyah.

Malik, Mālik ibn Anas. ND. *Muwatta*. Bairut: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah.

Rahim, M.A. 2008. *Banglar Samajik O Sangskritik Itihas*.Dhaka: Bangla Academy.

Sābiq, al-Sayyed. 2009. *Fiqh al-Sunnah*.Cairo: Dārul Fath.

Zohuri. 1999. *Oposongskritir bivisika*.Dhaka: Utlu prokashon.

Zohuri. 2000. *Sobdo songskritir Chobol*.Dhaka: Tasnia Boi Bitan.